দৈনিক ইত্তেফাক

১৭

তারিখ 24 APR 1993
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ডিগ্রী পর্যায়ে ইংরেজী প্রসঙ্গে

গত বুধবারে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক বৈঠকে ডিগ্রী পর্যায়ে ইংরেজী চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাথমিক স্তর হইতে ডিগ্রী পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষাকে জোরদার করার লক্ষ্যে বৈঠকে গঠিত হয় একটি শক্তিশালী কমিটি। বর্তমানে আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার হাল অবস্থা সম্পর্কে কম-বেশী সকলেই ওয়াকিবহাল। দেশে শিক্ষার মান অনেক নিচে নামিয়া গিয়াছে, এই সত্য স্বীকার করিয়া নিয়াও নিশ্চিন্তে বলা যায় যে, ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে ভয়াবহ রকমের বিপর্যয়। ডিগ্রী পাস করিয়াও এখন অধিকাংশ ছাত্র ইংরেজী বলিতে বা লিখিতে পারেন না। ফলে বিদেশে যাইয়া তাঁহারা পড়েন দারুণ মুসিবতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও পর্যাপ্ত ইংরেজী জ্ঞানের অভাবে দেশে ফেরত আসিয়াছেন পিএইচডি ডিগ্রী না নিয়া—এমন কথাও জানা গিয়াছে পত্র-পত্রিকার বদৌলতে। আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যই যে ইহা কতটা লজ্জাকর, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। অবশ্য এই অবস্থা এক দিনে হয় নাই। তবে সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে উচ্চ শিক্ষার অঙ্গনে ইংরেজীকে অপ্শনাল করার পরিণামেই যে এই অবস্থার সৃষ্টি, তাহা এখন অনেকেই মর্মে মর্মে অনুধাবন করিতেছেন। সম্ভবত সেই কারণেই প্রাথমিক স্তর হইতে ডিগ্রী পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা জোরদার করার লক্ষ্যে এই নূতন উদ্যোগ-আয়োজন।

বাংলার জন্য হাঁক-ডাক ছাড়িয়া ইংরেজীকে অবজ্ঞার পরিণাম ফল সমাজে এখন অনুভূত হইতেছে প্রবলভাবে। অনুরূপভাবে ইংরেজীর উপর জোর দিতে যাইয়া বাংলাকে অবহেলা করিলে, তাহারও পরিণতি ভাল হওয়ার নয়। এই সত্য মনে রাখিয়াই শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের কাজে অগ্রসর হওয়া বিধেয়। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা আছে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে ভাষার প্রয়োগ নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক। তবে মনে রাখিতে হইবে, ইংরেজী শিক্ষার সহিত বাংলার কোন বিরোধ নাই। আমাদের প্রয়োজনেই আন্তর্জাতিক ভাষারূপে ইংরেজী শিখিতে হইবে। এখন শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার সাধনে ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায়গুলি প্রথমে চিহ্নিত করা আবশ্যক। প্রাইমারী স্তর হইতে কলেজ পর্যন্ত সর্বত্র ইংরেজী শিক্ষকের অভাব অতি প্রকট। ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে দুর্গতির ইহা যে একটা বড় কারণ, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। শতকরা প্রায় ৮০/৯০ ভাগ বেসরকারী কলেজ-মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষক নাই। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়াও যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যায় না। তাই প্রথমেই শিক্ষকের অভাব দূর করিতে হইবে। এইজন্য বেতন-ভাতার স্কেল পরিবর্তনের বিষয়ও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট ওয়াকিবহাল মহলের মতে শুধু শিক্ষক পাইলেই চলিবে না, উপযুক্ত শিক্ষককে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত ট্রেনিং দিতে হইবে, যাহাতে ছাত্ররা ইংরেজীকে ভয় না পায়, বরঞ্চ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ ও বরণে অভ্যস্ত হয়। ইংরেজী শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের দেশে প্রধানত সাহিত্য পড়ানোর উপরেই জোর দেওয়া হইত। কিন্তু পর্যবেক্ষক মহলের মতে, এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংরেজী বলা ও লেখার উপরেই জোর দিতে হইবে।

আমাদের দেশের পাঠ পদ্ধতিও এমন যে, প্রায় ১২ বৎসর যাবৎ ইংরেজী শিক্ষার পরও ছাত্ররা ইংরেজীতে কাঁচা থাকিয়া যায়। কথা বলিতে গলায় আটকাইয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য দেশে শর্ট কোর্সে বিদেশী ভাল শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা রহিয়াছে। এইসব শর্ট কোর্সে উত্তীর্ণ হওয়ার পর কাজ চালাইয়া যাইতে তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। তাই ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ১২ বৎসরের স্থলে ১৪ বৎসর ইংরেজী বাধ্যতামূলক করিলেই শিক্ষার মান বৃদ্ধির তেমন ভরসা নাই। তাই শিক্ষাদান পদ্ধতিতেই পরিবর্তন কাম্য। ইংরেজী ভাষার প্রচলনেরও সুযোগ থাকিতে হইবে। বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচিত হইবে বলিয়াই আমাদের প্রত্যাশা। রেডিও-টেলিভিশনকে ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও ভালভাবে ব্যবহারসহ ক্লাসরুমে তাহা প্রয়োগের বিষয়ও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। মোদ্দা কথা, ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপর্যয় পরিহার করিতে হইলে, শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন কাম্য।